Subrathat chowdhury.

বার্কলে :-

দ্রব্য কি? বার্কলে কিভাবে দেখালেন 'জড়দ্রব্য একটি অর্থহীন শব্দ'? [জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খন্ডন]। 2+10=12M/6M

দ্রব্য কি? (দ্রব্য বা Substance বলতে তাকেই বোঝায় যা কোন কিছুর নীচে থাকে বা যা কোন কিছুর ধারক, যা গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয়।) অভিজ্ঞতাবাদী লক দ্রব্যকে গুণের আধার বা আশ্রয় বলেছেন। দ্রব্য গুণের আধার হলে জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, কেননা গুণের আধার রূপে জড়দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না। জড়দ্রব্য বলে বস্তুত কিছু নেই।

জড়দ্রব্য অস্বীকারের যুক্তি :- (জড়দ্রব্যের স্বতন্ত্র সত্তা খন্ডন করলে বার্কলের নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য —

a. যা প্রত্যক্ষের বিষয় নয় তার অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না। জড়দ্রব্য যেহেতু প্রত্যক্ষের বহির্ভূত সেহেতু তার অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়।

b. বস্তুর সংবেদন ব্যতীত তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, কাজেই যাবতীয় বস্তু সংবেদন মাত্র। অতএব মনের বহির্ভূত কোন স্বতন্ত্র দ্রব্য নেই।

c. বার্কলে লকের সমালোচনা করে বলেন যে, যাবতীয় গুণাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে জড়দ্রব্যের বাহ্যিক সত্তা নিছক শূন্য গর্ভ। এমনকি গুণ থেকে পৃথকভাবে তার কোন চিন্তাও সম্ভব নয়।

d. লকের মতে, জড়দ্রব্য মুখ্য গুণের আশ্রয়, কাজেই অস্তিত্ব বিদ্যমান। কিন্তু বার্কলে বলেন যে, জড়দ্রব্য যদি মুখ্য গুণের আশ্রয় হয় তাহলে তাকে নিশ্চয় মুখ্য গুণের ন্যায় প্রত্যক্ষ করা যেতো। কিন্তু এই ধরণের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের নেই, বার্কলে বলেন, 'জড়দ্রব্য' নামটি আমরা ব্যবহার করি ঠিকই, কিন্তু তা কখনো প্রতিপন্ন করে না যে, আমাদের প্রত্যক্ষীভূত গুণগুলির আধার প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ।

e. লকের মতে, ইন্দ্রিয় পথে বাহ্যবস্তুর প্রতিলিপি এসে মন বা চেতনার পর্দায় ধারণারূপে ছাপ পড়ে। এই ধারণার ছাপই হল বাহ্যবস্তুর প্রতীক। এই প্রসঙ্গে বার্কলে বলেন যে, ধারণা যদি বাহ্য বস্তুর প্রতীক হয় তাহলে ধারণা ও বাহ্য বস্তুর প্রকৃতি একই রূপ হবে। কাজেই যাকে বাহ্য বস্তু বলা হয় সেটা প্রকৃতপক্ষে ধারণা বিশেষ হবে। তা না হলে বস্তুর ধারণা বস্তুর অনুরূপ প্রতিচ্ছবি কিরূপে হয়? একটি ধারণা অন্য একটি ধারণারই অনুরূপ হয়ে থাকে, বিভিন্ন জাতি ও পদার্থের অনুরূপ হয় না। অতএব দ্রব্য ধারণা থেকে অভিন্ন অর্থাৎ তা ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উপরিউক্ত যুক্তিগুলির সাহায্যেই বার্কলে জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খন্ডন করেছেন।) 6M

Scanned with CamScanner

জড়দ্রব্যকে অস্বীকার করলেও বার্কলে চেতনদ্রব্য বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আত্মা হল স্বয়ং সিদ্ধ। আত্মা সম্পর্কে বার্কলের অভিমত হল - "আত্মা আছে, কেননা আত্মার সম্পর্কে আমাদের notion হয়"। Notion বলতে বার্কলে সম্ভবত "বুদ্ধি সঞ্জাত প্রত্যক্ষ"কে বুঝিয়েছেন।

**

সমালোচনা:- দ্রব্য সম্পর্কে বার্কলের অভিমত গ্রহণীয় নয়, কেননা -

প্রথমত, "অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর" - এই যুক্তিতে বার্কলে জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে "বস্তু জ্ঞান" প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল হলেও বস্তুর ~~অস্তিত্ব~~ 'অস্তিত্ব' প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে না, "টেবিলটিকে না দেখলে আমার টেবিলের জ্ঞান হয় না" — এমন কথা বলার মধ্যে কোন দোষ নেই। কিন্তু "আমি না দেখলে টেবিলটি নেই" - এমন কথা বললে দোষ হয় কেননা আমি ছাড়াও অন্য যে কোন মানুষের প্রত্যক্ষের বিষয় টেবিলটি হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, "অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর" এমন বলার পরিবর্তে "প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব নির্ভর" এমন বলাই বেশী যুক্তিযুক্ত। ~~বা~~ বস্তুবাদীরা এমন কথাই বলেন। বস্তুবাদীদের মতে "আমি দেখি বলে গাছটা আছে" এমন না বলে এটাই বলা হয় যে, "গাছটা ছিল বলেই আমি তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি" আগে বস্তুর অস্তিত্ব পরে বস্তুর প্রত্যক্ষ।

প্রকৃতপক্ষে "অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর" এই অভিমত থেকে বার্কলে ন্যায় সঙ্গতভাবে যা বলতে পারেন তা হল "কোন দ্রব্য নেই"।

** এই আত্মা বার্কলের মতে দুই ধরনের — জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর। ঈশ্বররূপ আত্মার কাছে যা ধারণা, জীবাত্মার কাছে তাই বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়।

Scanned with CamScanner